গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(প্রশাসন-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

নং- ৪৬.০০.০০০০.০৩৯.০১৮.০০৩.২০২০- ৬৫৫ তারিখঃ ০২ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৬ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সূত্রঃ ৪৫.০০.০০০০.১৬০.৯৯.০০২.২০-১৯৩ তারিখঃ ১২/০৩/২০২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীটি এ সাথে প্রেরণ করা হল। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

১৬/০৩/২০২০

(মোঃ এরশাদুল হক)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৭৫৫৭৩
e-mail: lgadmin1@lgd.gov.bd

বিতরণঃ

১। অতিরিক্ত সচিব(সকল)/মহাপরিচালক(মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। যুগ্মসচিব/পরিচালক/যুগ্মপ্রধান(সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ/ পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)।
৩। উপসচিব/উপপ্রধান(সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ/ উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

দপ্তর/সংস্থাঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা/রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/চট্রগ্রাম ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা।
৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর/চট্রগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/নারায়নগঞ্জ/কুমিল্লা/রংপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... জেলা পরিষদ।
৮। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ... উপজেলা, ... জেলা।
৯। মেয়র, ... পৌরসভা।
১০। চেয়ারম্যান, ... ইউনিয়ন পরিষদ, উপেজলা....., জেলা.....।

অনুলিপিঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	জাহিদ মালেক, এমপি মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	ভবন নং-৩, কক্ষ নং ৩৩২, ৪র্থ তলা বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
সভার তারিখ	:	০৯-০৩-২০২০ খ্রিঃ
সভার সময়	:	দুপুর ০৩.০০ টা
উপস্থিতি	:	উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশ করা হলো।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর

১) অতিরিক্ত সচিব ২) মহাপরিচালক ৩) যুগ্ম-সচিব ৪) যুগ্ম-প্রধান	১) প্রশাসন ২) উন্নয়ন ৩) নগর উন্নয়ন ৪) পাস ৫) আইন
ডাইরী নম্বরঃ	স্বাক্ষর

১.১. সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ জরুরিভিত্তিতে এ সভা আহ্বানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত বিশ্বের মোট ১০২ টি দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। এ ভাইরাসে এ পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৫,৫৮৬ জন এবং মৃতের সংখ্যা ৩৫৮৪ জন। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি রয়েছে। ইতোমধ্যে কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালকে কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া এ সংক্রান্ত কোন সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তিনটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানান।

১.২. মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বলেন, করোনা ভাইরাস বর্তমানে বিশ্ব বিস্তৃত সমস্যা। বাংলাদেশে এ ভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবেলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জাতীয় কমিটির পাশাপাশি জেলা এবং উপজেলা কমিটি যেন সক্রিয়ভাবে কাজ করে তার নির্দেশনা প্রদানের জন্য কেবিনেট ডিভিশন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা কামনা করেন। বিদেশ গমন/বিদেশ হতে আগমন নিয়ন্ত্রণের জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চান। তিনি বলেন, স্কুল কলেজে সচেতনতা তৈরির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের সচেতন এবং সুরক্ষার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা প্রয়োজন। সকল সামাজিক অনুষ্ঠান, জনসমাবেশসহ অধিক জনগণের একত্রিত হওয়া রোধে প্রয়োজনীয় সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সচেতনতা তৈরির জন্য জেলা ও উপজেলার কমিটিগুলো যাতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১.৩. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কেউ আক্রান্ত হলে চেয়ারম্যান/মেম্বার/চৌকিদার/দফাদারগণ সংশ্লিষ্ট ইউ.এইচ.এফ.পি.ও এবং সিভিল সার্জনকে তথ্য দিতে পারবেন। ছোট পৌরসভার জন্যও সমস্যার সৃষ্টি হবে না। তবে সিটি কর্পোরেশনের জন্য আলাদা কমিটি করা দরকার। বিভাগীয় পর্যায়ের জন্যও কমিটি করা দরকার।

১.৪. সভাপতি, বিএমএ বলেন, সকল চিকিৎসক পূর্বের ন্যায় এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করবেন। বিভাগীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটিকে নিয়ে কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তিনি জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং ধর্মীয় শিষ্টাচার এর মাধ্যমে ভাইরাস প্রতিরোধ সম্ভব মর্মে সভায় মত প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন বি.এম.এ/স্বাচিপ এর সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে। সকলে মিলে একযোগে কাজ করলে ডেঙ্গুর ন্যায় করোনা ভাইরাস মোকাবেলা সম্ভব হবে।

১.৫. WHO এর প্রতিনিধি বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় WHO সহ অন্যান্য সকল সংস্থা সহযোগীতা প্রদান করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যদি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে তবে করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধ সহজ হবে। যারা বিদেশ থেকে এসেছে/আসছে তাদের প্রয়োজনীয় সময় Quarentine এ রাখা জরুরি।

১.৬. সিনিয়র সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বলেন, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরানসহ বেশী আক্রান্ত দেশগুলোর কোন যাত্রী আসলে তাদেরকে বাইরে বোর্ডিং এ রেখে বিশেষ গাড়ীর মাধ্যমে ২১ নং গেইট দিয়ে নিয়ে এসে চেক করা হয়। ২ টা থার্মাল স্ক্যানার নষ্ট অবস্থায় আছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীগণকে আরো সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল স্বাস্থ্য কর্মীর হাতের গ্লোভ এবং মাস্ক শতভাগ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে। সিলেট ও চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে থার্মাল স্ক্যানার শীঘ্রই চালু করতে হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

১.৭. সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেন, সামরিক বাহিনীর কেহ আক্রান্ত হলে তাদের চিকিৎসার জন্য সি.এম.এইচ এ ২০ শয্যার আইসোলেটেড হাসপাতাল প্রস্তুত রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে কোন ভবন খালী করে রোগীকে আইসোলেশন করার পরিকল্পনা তাদের রয়েছে ।

১.৮. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বলেন, ৮৬ জন কর্মকর্তা বিদেশ প্রশিক্ষণে আছেন। নতুন কোন ব্যাচকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণের বিষয়টি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। নারায়নগঞ্জ জেলায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য নবনির্মিত ভবনটি কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সরকারী কর্মচারী হাসপাতালে ১২ টি বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেলে মাঠ পর্যায়সহ সর্বক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা দ্রুততম সময়ে নিশ্চিত করা হবে।

১.৯. সভাপতি বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন বলেন, বেসরকারি হাসপাতালগুলো করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় অতীতের ন্যায় নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করবে।

১.১০. ইউএসএইড এর প্রতিনিধি বলেন, সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপ কার্যকর করার সমন্বিত প্রচেষ্টা লাগবে।

১.১১. ইউনিসেফ এর প্রতিনিধি বলেন, জনগনকে সচেতন এবং হাইজিন মেইনটেইন করলে এটা মোকাবিলা করা সহজ হবে। শিশুদেরসহ সকলকে হাত ধোয়া থেকে শুরু করে সব ধরণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা শিখবে হবে। সোস্যাল মিডিয়াতে গুজব বন্ধ করতে হবে এবং প্রতিরোধমূলক বার্তা বেশী প্রচার করতে হবে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ইউনিসেফ যে কোন সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

১.১২. সিনিয়র সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বলেন, কোস্টাল এরিয়া এবং উত্তর বঙ্গে দুর্যোগ মোকাবেলায় কিছু ভবন তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চাইলে আইসোলেশন এর জন্য ব্যবহার করতে পারবে।

১.১৩. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, জনগণের মধ্যে আতংক প্রতিরোধ করতে হবে। এ বছর করোনার সাথে সাথে ডেঙ্গুকে মোকাবেলা করতে হবে যা কঠিন কাজ। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের করণীয় নিয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে আগাতে হবে। সকল মন্ত্রণালয়কে উদ্ভূত সকল ধরণের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য একযোগে পদক্ষেপ নিতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়কে প্রস্তুতি ও মোকাবেলা বিষয়ে ইতিবাচক প্রচারণা চালাতে হবে যাতে আতংক না ছড়ায়। এছাড়া ধর্ম মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধিগণও বক্তব্য রাখেন।

২.০. বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	সকল সিটি কর্পোরেশনে মেয়রের নেতৃত্বে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিভাগীয় কমিটি গঠন করতে হবে;	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
২	জেলা ও উপজেলা কমিটিকে দ্রুত সভা করে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে;	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৩	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের করোনা প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় নির্দেশ প্রদান করবে;	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়
৪	ইতালি, ইরান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আগত যাত্রীদের আলাদাভাবে স্ক্রিনিং ও মনিটরিং করতে হবে। অন্য দেশ হতে আগত কোন যাত্রী কাছাকাছি সময়ের মধ্যে উক্ত দেশসমূহ ভ্রমণ করলে তাদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে। এসব দেশের বাংলাদেশী নাগরিকদের ভ্রমণের ক্ষেত্রেও বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে। এছাড়া	বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

	অন্য কোন দেশ থেকে আগত যাত্রীদের ক্ষেত্রে স্ক্রিনিং নিশ্চিত করতে হবে;	
৫	প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং গুজব প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করবে;	তথ্য মন্ত্রণালয়
৬	সারা দেশে করোনা বিষয়ক পোষ্টার, লিফলেট, ব্যানার ও ফেষ্টুন বিতরনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে;	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৭	সকল ধরণের জনসমাগম ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন সীমিতকরণে উৎসাহিত করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়
৮	করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে;	অর্থ মন্ত্রণালয়
৯	কক্সবাজারে অবস্থিত জোরপূর্বক বল প্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১০	হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ইত্যাদি প্রতিরোধমূলক দ্রব্যাদির দাম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে;	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বানিজ্য মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা কমিটি
১১	প্রবাসীরা যাতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এই মুহুর্তে দেশে না আসেন সেজন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়
১২	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের Hygienec সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং করোনা বিষয়ে সচেতন করতে হবে। গুজব ছড়ানোর বিষয়েও সতর্ক করতে হবে;	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৩	চিকিৎসক, নার্সসহ সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৪	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে Health Advisory প্রণয়ন করতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৫	বেসরকারি হাসপাতালসমূহ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে;	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন
১৬	ইতিবাচক প্রচার, সচেতনতা বৃদ্ধি ও উপকরণসহ যে কোন ধরণের কার্যক্রমে বেসরকারি সহযোগিতাকে স্বাগত জানানো হবে;	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১২/০৩/২০২০খ্রি.
(জাহিদ মালেক, এমপি)
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৬০.৯৯.০০২.২০- ১৮৩ তারিখঃ ১২-০৩-২০২০খ্রিঃ

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) সদয় অবগতি/সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
(৩) সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৪) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৫) সিনিয়র সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৬) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৭) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(৮) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৯) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১০) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

"মুজিববর্ষে স্বাস্থ্য খাত
এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৪.২০-৪৪৫

তারিখ: ১৬ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
০২ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বিজ্ঞপ্তি

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় সারাবিশ্বে হোম কোয়ারেন্টাইন (নিজ গৃহে সার্বক্ষণিক অবস্থান) একমাত্র কার্যকর উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশে প্রত্যাগত প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাধ্যমে বাংলাদেশে এই ভাইরাস সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিদেশ প্রত্যাগত নাগরিকদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা অতীব জরুরী।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় জাতীয়, বিভাগীয়, সিটি কর্পোরেশন এলাকায়, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে কমিটি গঠিত হয়েছে। হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবেনঃ

১. হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিবর্গ ১৪ (চৌদ্দ) দিন ঘরের বাইরে বের হবেন না এবং নিজ বাড়ির নির্ধারিত একটি কক্ষে অবস্থান করবেন;

২. পরিবারের অন্যান্য সদস্য দেশে প্রত্যাগত সদস্যের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করবেন;

৩. গঠিত কমিটিসমূহ সম্প্রতি বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তিদের বাড়ী চিহ্নিত করবেন এবং তাদের গৃহে সার্বক্ষণিক অবস্থানের বিষয়ে তদারকি করবেন;

৪. গঠিত কমিটিসমূহ হোম কোয়ারেইন্টাইন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ (যেমন: পৌর মেয়র, পৌর কাউন্সিলর, ইউপি চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড মেম্বার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সহকারী, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা, গ্রাম পুলিশ, স্থানীয় সাংবাদিক) বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পৃক্ত করতে হবে;

৫. কোয়ারেন্টাইনকৃত ব্যক্তির আত্মীয়-সজন, বন্ধু-বান্ধব উক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পারবেন না;

৬. যদি কোয়ারেন্টাইনকৃত ব্যক্তি উপর্যুক্ত নিয়ম ভঙ্গ করেন, তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহায়তা গ্রহণ করবেন;

৭. প্রয়োজনে ৩নং ক্রমিকে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা চেয়ারম্যান, সিভিল সার্জন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;

৮. হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিগণ অসুস্থ হলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং প্রয়োজনে স্থানীয় সিভিল সার্জন, হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করবেন। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

৯. কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিগণ যদি নিয়ম ভঙ্গ করেন তাহলে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উক্ত আইনে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

১০. প্রতিদিন এ বিষয়ে জেলা ভিত্তিক একটি প্রতিবেদন তৈরিপূর্বক সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ই-মেইল **controlroomdghs@yahoo.com** ও মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ই-মেইল **hsdcontrolroom@gmail.com** এ প্রেরণ করবেন।

১৬.৩.২০২০
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ সিনিয়র সচিবের দপ্তর	
১) অতিরিক্ত সচিব ২) মহাপরিচালক ৩) যুগ্ম-সচিব ৪) যুগ্ম-প্রধান	১) প্রশাসন ২) উন্নয়ন ৩) নগর উন্নয়ন ৪) পাস ৫) আইন
ডাইরি নম্বরঃ.....	